আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গার ছোটপুটিমারী গ্রামের তিনজন মাদক সেবীকে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিনজনকে কারাদণ্ড প্রদান করে।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের মৃত নাশির আলমের ছেলে ইসতিয়াক উল আলম (২৭),একই গ্রামের মৃত তেলা মিস্ত্রির ছেলে শাহীন আলী, গড়গড়ি গোবিন্দপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে বাঁধন আলী ।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের তিন যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের জন্য অবস্থান করছিলো। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের আটক করে।

পরে, তাদের নিকট থেকে ৪ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৩ জনকে আটক করে।

ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশন ভূমি রেজওয়ান নাহিদকে জানালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনজনকে ১ শত টাকা জরিমানা ও ৩ মাস করে জেল প্রদান করে ।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জের রনি আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৩বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রনি (২৬) কে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল থানার কেন্দবনা গ্রামের মেশের আলীর ছেলে।

রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ১ নং গেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ কাধেঁ ঝুলানো স্কুল ব্যাগের ভিতরে থেকে ২৩ বোতল ভারতীয় ফেনসডিল উদ্ধার করে।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা, এস আই সুমন্ত বিশ্বাস, এ এস আই মামুনুর রশিদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন কেরু এন্ড কোম্পানীর ১ নং গেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় পুলিশ ২৩বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ নাচোল থানার কেন্দবনা গ্রামের রনি কে গ্রেফতার করে । আজ তাকে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

গাংনীতে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, মাদক মামলার অভিযোগে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সামস উদ্দীনের ছেলে খায়বার আলী, পলাশীপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে সেন্টু, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি ধানখোলা গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে ওসমান, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৪৩৭/১৯ মামলার পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে ফারিশুল, জিআর ১৩২/১৯ মামলার আসামি কাজীপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে আকাশ, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের বি ৭(৩০) ধারার মামলা নং ০১, তারিখ ২/১১/২২ মামলার আসামি কসবা গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে সবুজ ও নিয়মিত মাদক মামলার আসামি পলাশীপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম।

এদের মধ্যে মাদক মামলার তিন আসামি রাশেদুল ইসলাম, সেন্টু ও খায়বার আলীকে বিজিবি মাদকসহ আটক করেছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশ ও বিজিবি সদস্য অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে ৮ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ৮ কেজি গাঁজা ও দেশীয় তৈরী হাসুয়াসহ মোঃ সাইদার আল সোনা (৬৫) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক হয়েছে।

আটক সাইদার আল সোনা গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত শামস উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে রংমহল বিওপি’র আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৬/১-এস ধলার মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের গাংনী উপজেলার রংমহল বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ ফজলার রহমানের নেতৃত্বে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ৮ কেজি গাঁজা, একটি দেশীয় তৈরী হাসুয়া, একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দিয়ে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ দক্ষিণচাঁদপুরের জনি আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৬বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী জনি (৩৩) কে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।সে দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের ওহাব মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযন চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার সামনে পাঁকা রাস্তার উপর।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই নীতিশ বিশ্বাস, এ এস আই তুহিন, এ এস আই হাফিজুর রহমান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ ৩৬বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের জনি কে গ্রেফতার করে ।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরের সেই হোটেল আটলান্টিকায় সুনসান নিরাবতা

মেহেরপুর শহরের সেই আলোচিত হোটেল আটলান্টিকায় এখন সুনসান নিরাবতা। তরুণ তরুণীদের কোলাহল মুখর এই অভিজাত হোটেলে পাওয়া যায়নি একজনকেও। অথচ, দুই দিন আগেও শহরের ধনীর দুলাল দুলালীদের কোলাহলে মুখরিত থাকতো হোটেলের ইনডোর আউটডোরের সব ফ্লোরগুলো।

আজ বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) বিকাল তিন টার সময় হোটেলটিতে গিয়ে পাওয়া যায়নি কাউকে। শুণ্য পড়ে আছে হোটেলের সব রুম। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ছিলনা কোনো খোদ্দের।

হোটেলটির অভ্যর্থনাকেন্দ্রে অনিক নামের এক পরিচারিক (ওয়েটার) কে

দেখা যায়। নিজেকে হোটেলের ওয়েটার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, হোটেলের মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুনকে এক নারীসহ গতকাল (৩০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন। এরপর থেকে হোটেলের সব লোকজনই পালিয়ে গেছে। আমি ছুটিতে ছিলাম। আজকে বাড়ি থেকে কর্মস্থলে এসে এসব শুনছি। হোটেলের আবাসিক রুমগুলো শুণ্য পড়ে আছে বলে জানান তিনি।

এছাড়া হোটেলের চাইনিজ রেস্টুরেন্টেটিও বন্ধ রয়েছে। আজকে কোনো খরিদদারও আসেনি বলে জানান তিনি।

জানা হোটেলটিতে রাত প্রতি দেড় হাজার থেকে শুরু হয়ে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া গুনতে হয় বোর্ডারদের। এছাড়া হোটেলটিতে দিনে তরুণ তরুণীদের জন্য ঘন্টা চুক্তি ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া সুইমিংপুলসহ বিশেষ কক্ষ ব্যবহারের জন্য গুনতে হয় মোটা অংকের টাকা। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নামে নিম্নমানের খাবারের দাম নেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থায়।

হোটেল থেকেই বিভিন্ন খদ্দেরদের নারী সাপ্লাই দিয়ে থাকেন মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন।

ছন্দা নামের এক নারীসহ পিতা পুত্রকে আটকের পর ছন্দা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় দেওয়া জবান বন্দীতে এসব কথা স্বীকার করেছেন। এরপর পিতা-পুত্রসহ ওই নারীকে কোর্টে চালান দেন।

এদিকে হোটেলের আরেক নারী নাজনীন খান প্রিয়াকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। নাজনীন খান প্রিয়াকে ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। যে কোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হবে থানায়।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হোটেলের মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও ছন্দাকে পুলিশ আটক করে।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ১৯ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় দুইটি বিস্কুট ফ্যাক্টারিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা ও পাউরুটি রাখার অপরাধে ১৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার এর পরিচালক সজল আহাম্মদ। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে এই ভ্রাম্যমান আদালতে এই রায় দেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় দুইটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা ও পাউরুটি রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩৭/৫১ ধারা দোষি সাবস্ত করে জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় মা বাবা দোয়া বেকারির মালিককে ১২ হাজার টাকা ও বন্ধু বেকারির মালিককে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্র্যাম্যমান আদালত।

এ সময় সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্যরা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ২৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি

গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

বুধবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

কুষ্টিয়ায় ৬ ডাকাতের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ডাকাতি করার সময় শাজাহান আলী নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় ছয় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলার ৮ আসামিকে খালাস দিয়েছেন বিচারক।

বুধবার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়া জজ কোর্টের পিপি অনুপ কুমার নন্দী রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামের স্বপন, একই উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের নাহারুল, মকবুল, শফি, শাজাহান, খলিল ও আজমল।

রায় ঘোষণার সময় আজমল, শাজাহান ও শফি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা পালাতক।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ২৭ এপ্রিল রাত ১০টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামের শাজাহান আলীর বাড়িতে আসামিরা ডাকাতি করে। এসময় তারা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার এবং বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র লুট করে। প্রতিবাদ করায় চাইনিজ কুড়ালের উল্টো পিট

দিয়ে শাজাহান আলীকে আঘাত করে হত্যা করে আসামিরা। ঘটনায় পরদিন ২৮ এপ্রিল নিহত শাজাহান আলীর ছেলে বোরহান উদ্দিন বাপ্পি বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।

তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ফেরদৌস হোসেন আসামিদের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক আজ রায় ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ দুই যুবক আটক

৪০০ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের ক্লাবপাড়া এলাকার আকুব্বার হোসেন ওরফে আকু সর্দার ও আজিল আলীর ছেলে মোহাম্মদ তুষার (২৫)।

আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলি মোড় এলাকায় গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে ৪০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জুম্মান, এএস এম মাসুদ, সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আটক মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে।